প্রশ্ন (৪) ঃ তুমি কি মনে কর, সুলতান ইলতুৎমিস দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?

উত্তর ঃ দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে প্রথম রাজবংশ মামেলুক বংশ বা দাসবংশ নামে খ্যাত। দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবক (১২০৬-১২১১খ্রি:)। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন আরামশাহ। তিনি ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য সুলতান। ফলে কুতুব উদ্দিনের জামাতা সামসুদ্দিন ইলতুৎমিস তাঁকে সিংহাসনচ্যুত দিল্লির সিংহাসনে দখল করেন। ১২১১-১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে প্রথমে কুতুবউদ্দিন আইবেক ও পরে ইলতুৎমিস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। সুলতান ইলতুৎমিস দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিনা তা বিচার্য।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের একাংশ কুতুবউদ্দিন আইবেককে দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন। এ. এল. শ্রীবাস্তব তাঁর 'The Sultanate of Delhi' গ্রন্থে লিখেছেন,'He(Aibak) was the real founder of Turkish dominion in India'. এই শ্রেণির ঐতিহাসিকদের মতে, কুতুব উদ্দিন দিল্লি-কে কেন্দ্র করে সুলতানি শাসনের সূচনা করেন। তিনি মহম্মদ ঘোরীর বংশধরদের নিকট থেকে সুলতান উপাধি লাভ করেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের একাংশ সুলতান ইলতুৎমিস-কে দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ ইলতুৎমিসকে 'the real founder of slave dynasty' বলে অভিহিত করেছেন। এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ তাঁর 'The Foundation of the Muslim Rule in India' গ্রন্থে লিখেছেন, 'Aibak continued the Delhi Sultanate and its soverign status, Iltutmish was unquestionably its first king'. জে. এল.মেহতা তাঁর Advanced Study in the History of Medieval India' গ্রন্থে লিখেছেন,'Iltutmish was the real founder of the Delhi sultanate'.

সুলতান ইলতুৎমিস দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিনা সে বিষয়ে অবহিত হলে তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ মিনহাজউদ্দিন সিরাজ রচিত 'তবকাৎ ই নাসিরি', মহম্মদ ইসামী রচিত 'ফুতুহ উস সালাতিন', নূরউদ্দিন মহম্মদ উকির রচিত 'জুয়ামিনুল হিয়াকাৎ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্বকাল ও বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা যায়।

(১) সুলতান ইলতুৎমিস তাঁর দুই প্রধান প্রতিপক্ষ অর্থাৎ তাজউদ্দিন ইলদিজ ও নাসির উদ্দিন কুবাচার আক্রমণ থেকে সুলতানি রাষ্ট্রকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা নেন। তাজউদ্দিন ইলদিজ পাঞ্জাব ও তৎসংলগ্ন কিছু এলাকা দখল করেন। ইলতুৎমিস তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে তরাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইলতুৎমিস তাজউদ্দিনের বাহিনীকে ধ্বংস করেন। ইলতুৎমিস নাসির উদ্দিন কুবাচার বিরুদ্ধেও অগ্রসর হন। নূরউদ্দিন মহম্মদ উকীর-এর 'জুয়ামিনুল হিয়াকাৎ' থেকে জানা যায় যে নাসির উদ্দিন লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং ইলতুৎমিস তাঁকে প্রতিহত করার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে মানসেরার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নাসির উদ্দিন পরাজিত হয়ে সিন্ধুদেশে পালিয়ে যান। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ইলতুৎমিস ও নাসিরউদ্দিন কুবাচার মধ্যে সংঘাত হয়। নাসির উদ্দিন পরাজিত হয়ে পলায়ন করার সময় সিন্ধুনদের জলে ডুবে প্রাণ হারান।

(২) সুলতান ইলতুৎমিস সিংহাসনের ওপর তাঁর বৈধ সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নেন। তিনি ঔদ্ধত্যপরায়ণ ও বিদ্রোহী আমীর-ওমরাহদের দমন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি সিংহাসনের ওপর তাঁর বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য খলিফার নিকট আবেদন জানান। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন খলিফা অল মুস্তান শির বিল্লাহ তাঁর ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানান। খলিফা তাঁকে 'সুলতান ই আজম' উপাধিতে ভূষিত করেন।

(৩) সুলতান ইলতুৎমিস নিজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলার বিদ্রোহ দমনে তৎপর হন। আলিমর্দান খলজী নিজেকে বাংলার সুলতান বলে ঘোষণা করেন। পরে তাঁর পুত্র হাসাম উদ্দিন ইয়াজ খলজী 'গিয়াসউদ্দিন খলজী' নাম নিয়ে বাংলাকে স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। তিনি খুৎবা পাঠ করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালান। সুলতান গিয়াস উদ্দিন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেন। ইলতুৎমিস বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইলতুৎমিসের পুত্র নাসির উদ্দিন বাংলা আক্রমণ করে গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করেন এবং বাংলাকে সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন (১২২৬)। পরে বাংলায় পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস বাংলার বিদ্রোহ দমন করে সেখানে সুলতানি শাসন পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।

(৪) সুলতান ইলতুমিস মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খান-এর আসন্ন আক্রমণ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। উল্লেখ্য যে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খান মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ, তাসখন্দ, বোখারা প্রভৃতি রাজ্য জয় করে খারাজম বা খিবা রাজ্য আক্রমণ করেন। খারাজমের শাহ জালালউদ্দিন মঙ্গাবর্ণী চেঙ্গিজ খানের আক্রমণে ভীত হয়ে পাঞ্জাবে পালিয়ে আসেন। চেঙ্গিজ খান তাঁকে পশ্চাদ্ধাবন করে ভারত সীমান্তে পাঞ্জাবে এসে উপস্থিত হন এবং সেখানে শিবির স্থাপন করেন (১২২০-২১)। জালাল উদ্দিন সুলতান ইলতুৎমিসের সাহায্য প্রার্থী হন। ইলতুৎমিস কূটনৈতিক উপায়ে জালাল উদ্দিনকে সাহায্য প্রদানে বিরত থাকেন। ফলে জালাল উদ্দিন সিন্ধুদেশ হয়ে পারস্যে পালিয়ে যান। চেঙ্গিজ খান তাঁকে পশ্চাদ্ধাবন করে ভারত সীমান্ত পরিত্যাগ করেন। ফলে শিশু সুলতানি রাষ্ট্র ভয়াবহ মোঙ্গল আক্রমণের বিভীশিখা থেকে রক্ষা পায়।

(৫) সুলতান ইলতুৎমিস রাজপুতানার রাজ্যগুলির ওপর পুনরায় নিজ অধিকার স্থাপনের ব্যাপারে তৎপর হন। তিনি সেখানে ক্রমাগত অভিযান চালান। ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজপুতানার গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ রণথোম্বর অধিকার করেন। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারোয়ার দখল করেন। ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র পুনর্দখল করেন। ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মালব রাজ্য আক্রমণ করে ভিলসা দুর্গ অধিকার করেন। তিনি একাধিক অভিযানে সাফল্য লাভের মাধ্যমে রাজপুতানার ওপর দিল্লি সুলতানি শাসন পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।

(৬) সুলতান সামসউদ্দিন ইলতুৎমিস স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ভিত্তিকে বলিষ্ঠ করা জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

(ক) তিনি কেন্দ্রীয় প্রশাসনে উজীর (প্রধানমন্ত্রী), সদর-ই-জাহার (ধর্মীয় উপদেষ্টা), প্রধান কাজা (প্রধান বিচারক) প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করেন ও প্রশাসনকে বলিষ্ঠ করে তোলেন।

(খ) সুলতান ইলতুৎমিস প্রশাসনকে বলিষ্ঠ করার জন্য এক নতুন অভিজাত গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠী 'বন্দেগান-ই চাহালগানী' বা 'চল্লিশচক্র' নামে খ্যাত।

(গ) সুলতান ইলতুৎমিস প্রশাসন ও অর্থনীতিকে বলিষ্ঠ করার জন্য 'ইক্তা প্রথা চালু করেন। তিনি খালিসা জমি বা রাজকীয় জমি আমীলদের তত্ত্বাবধানে রাখেন। তিনি নববিজিত এলাকা বা দূরবর্তী এলাকা সেনাধ্যক্ষ বা প্রশাসনিক কর্মচারীদের রাজস্ব আদায় অথবা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের শর্তে বন্দোবস্ত দেন। ফলে সুলতানি প্রশাসন ও অর্থনীতি বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

(ঘ) সুলতান ইলতুৎমিস মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করেন। তিনি তঙ্কা (রৌপ্য মুদ্রা) ও জিতল (তাম্র মুদ্রা) নামে দু ধরণের মুদ্রা চালু করেন। নেলসন রাইট লিখেছেন, সুলতান ইলতুৎমিস দিল্লি সুলতানির মুদ্রা ব্যবস্থাকে সুগঠিত করেন।

(৭) সুলতান ইলতুৎমিস শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সামানিদ ও গজনীর আদর্শে তাঁর রাজসভাকে গড়ে তোলেন। উলেমা ও সুফিরা তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। মিনহাজউদ্দিন সিরাজ, নিজাম উল মুল্ক জুনাইদি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি কুতুব মিনারের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করেন। তিনি শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর আমলে দিল্লিতে দুটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রাজধানী দিল্লি নগরীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে কুতুবউদ্দিন দিল্লি সুলতানি সূচনা করেন, কিন্তু তা ছিল সমস্যাসংকুল ও প্রশাসনিক কাঠামোহীন। তাঁর পরবর্তী সুলতান আরামশাহের আমলে সুলতানি সাম্রাজ্য ও প্রশাসন প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। সুলতান ইলতুৎমিস নাসিরউদ্দিন ও তাজউদ্দিন আগ্রাসন প্রতিরোধ, বাংলায় বিদ্রোহ দমন, মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা, দিল্লিতে রাজধানী স্থাপন, প্রশাসনিক সংস্কার এবং সর্বোপরি খলিফার স্বীকৃতি লাভ করে শিশু সুলতানি রাষ্ট্রকে বৈধ ও সবল রাজতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং ইলতুৎমিসই দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।